প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা
আষাঢ় ১৩৬৭

প্রকাশকত্রয়
অসীম মাহাতো
অঞ্জন মজুমদার
ও
অজয় নাগ
২৮/১, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী রোড
কলকাতা-১৪

প্রচ্ছদপট
তুষার রায়

মুদ্রক
নীরেশ নাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৭৫, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলকাতা-১২

রূপোঝুরি :
প্রকাশকত্রয়

॥ কিছু কথা ॥

তিনটি সাহিত্যপ্রিয় ছাত্র নেহাৎই একদিন গল্প করতে করতে আচমকা ঠিক করে ফেলল তারা তুষার রায়ের কবিতার বই প্রকাশ করবে। যা ভাবা তাই কাজ। কিন্তু সাধ থাকলেও সাধ্য তাদের ছিল না। তবু দমে না গিয়ে মনের জোরকে প্রধান করে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে তারা তাদের ইচ্ছে কে সফল করে তুলল। প্রকাশনার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা তাদের কোনদিনই ছিল না সুতরাং বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক। তারা আশা করে সুধীজন সম্পূর্ণ সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে এই তিনটি ছাত্রের কাজের বিচার করবেন ও উৎসাহিত করবেন।

স্বয়ং কবি ও অন্যান্য বহু শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ও বন্ধুরা যে ভাবে আমাদের সংগে সহযোগিতা করেছেন তা তুলনাহীন। আলাদা ভাবে আর তাদেব নাম করলাম না। তাঁরা আমাদের কাছে সব সময় স্মরণীয় হয়ে রইবেন।

বিনীত,

প্রকাশকত্রয়

সূচীপত্র

দেখে নেবেন

বিদায় বন্ধুগণ, গনগনে আঁচের মধ্যে
শুয়ে এই শিখার রুমাল নাড়া নিভে গেলে
ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন পাপ ছিল কিনা।

এখন আমার কোন কষ্ট নেই, কেননা আমি
জেনে গিয়েছি দেহ মানে কিছু অনিবার্য পরম্পরা
দেহ কখনো প্রদীপ সলতে ঠাকুর ঘর
তবু তোমরা বিশ্বাস করো নি
বার বার বুক চিরে দেখিয়েছি প্রেম, বার বার
পেশী অ্যানাটমী শিরাতন্তু দেখাতে মশায়
আমি গেঞ্জি খোলার মতো খুলেছি চামড়া
নিজেই শরীর থেকে টেনে
তারপর হার মেনে বিদায় বন্ধুগণ,
গনগনে আঁচের মধ্যে শুয়ে এই শিখার
রুমাল নাড়ছি
নিভে গেলে ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন
পাপ ছিল কিনা।

বারংবার হটে হটে

বারংবার হটে হটে হঠাৎ হটেনটট যোদ্ধা যেন
ছুটে যায় সিংহের দিকে
এরকমই স্বপ্নে ঘুমে বুকের ভেতরে যেন গুরগুর
কি কাঁপছে লাভা-স্রোতে না দুর্বল হৃদপিণ্ড থেমে যাবে ?
আমি তাই আজকাল আগ্নেয়গিরির ছবি দেখি না ভুলেও

অদ্ভুত জ্যোৎস্নায় আজকাল ঘুম ভেঙে গেলে
স্পষ্ট হ্রেষা শুনতে পাই দূরাগত সাত লক্ষ সাদা ঘোড়া
ধুলো-মেঘ উড়িয়ে ছুটে ঢুকে আসে বুকের গভীরে
আমি ভাবি কষ্ট আর শঙ্কায় অবিরাম হৃদশব্দ গুণি
যেন শেষবার, তিনবার ঠিক ঠিক বলে চুপ থেমে যাবে টিকটিকি

তবু শেষবার অজীর্ণতা ছিঁড়ে উঠে ইচ্ছে করে, সাত কামান
সাত রকেট ধোঁয়া ও আগুন লোহা ট্যাংস্টেন
খচরমচর চিবিয়ে ফেলি, আমি
বারংবার হটার মধ্যে থেকে হঠাৎ হটেনটট যোদ্ধা যেন
ছুটে যাই সিংহের কাছে।

কবিতাই ক্রমশঃ

কবিতা লিখতে আজকাল প্রথমাংশ থেকেই ভয়,—
কেননা প্রত্যেকটা লাইন পংক্তি আপনি ভাঙছে
বিভাজনে
অনুঘটনও সমান তালে শক্তির যেন শ্যাফ্‌ট খুলে
যাচ্ছে
কবিতা নিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে বিস্ফোরকের
হাতল
আকর্ণ আতা দাঁত বের করে রোমাণ্টিক হতে গেলে
দন্ত পংক্তি ঝরে যাচ্ছে
নেশা জমাতে গেলেই কবিতা বুমেরাং যেন অস্ত্র, কিংবা
সোনা সাফ করতে এ্যাসিড যেমন মারাত্মক ধোঁয়া
বেরোয়
যেন দেহ গান ঘ্রাণ রক্তমাংস পুড়ে উঠছে ধোঁয়া এমন
সিপিয়া রঙ তার,
কবিতাই ক্রমশঃ গঙ্গার মতো সাফ করছে ময়লা কালো
ঝুল যত ফেঁশো পাট কাঠি, কবিতাই তখন গঙ্গার মতো
তর্পণ করাচ্ছে তীরে এবং
ডুব দিয়ে উঠলেই মনে হচ্ছে মন্দির দেখবো সামনে, কিন্তু
চোখ খুলতেই ঝলসে উঠল মড়ার পেটে কাক যাচ্ছে
ভেসে এবং
ড্রেজার ঝন ঝন কাজ চলছে ভড় নৌকো খড়ের গাদায়
রণরণ করছে রোদ।

আবার ডুবছি ভয়ে ভাবছি এবার মাথা ভাসালেই
দেখতে পাবো নিজের শরীর ভেসে যাচ্ছে, সোনা
গলানো
রোদ ফুটেছে সিপিয়া রঙ গংগা যেন এ্যাসিড হয়ে
ফুটে উঠেছে
গাঢ় বাদামী বিষাদ ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে ব্রিজ।

আনুপুঙ্খ

আমরা বিভেদ ভয় আনুপুংখ ভাবিনা কখনো
সন্নিপাত
শব্দের, গন্ধের ভিতরে সেই ভয় ক্ষয় কাশি
তবুতো প্রত্যেকে ভালবাসি
তবু তো কখনো আছে জয়
তবুও ফিতের মতো রাস্তায় আমরা
কখনো ভাবিনা সেই সংঘর্ষকে চুযান্নোটা কামরা
বিচ্ছিন্ন ছিন্ন

আমরা ভালোবাসি এবং অভিন্ন
কোনো দেহময় বোধ স্বাদ ও অন্যান্য প্রেক্ষিত,
চৈত্রের ঝরা পালা আদমসুমারী
করবে কে, কেননা প্রত্যেকটি কুমারী
সে সময় পুজা নিয়ে গিয়েছিল বাবার মন্দিরে।

গংগার ধারা খুব তীব্রস্রোতা দূরে মগ্ন ওই
হৃষিকেষে।

আমি তো সেদিন থেকে

আমি তো সেদিন থেকে নতজানু হইনি কখনো
কেননা দেওদার সারি ভেসে উড়ে যায়না হাওয়ায়
শুধু মেঘ—
শুধু মেঘ ভেসে যায়, ভেসে যেতে যেতে,
হঠাৎ কখনো ঝরে করুণার মতন বরষা,

আবার কখনো আসে ঝড়
দামাল দাপটে মড় মড়, ভেঙে পড়ে পেশীবান –
বিশাল সেগুন
জলোচ্ছাস অগ্ন্যুৎপাতে ভেঙে যায় প্রত্যেক লেগুণ,
ম্লান অন্ধকার ফিকে হলে জেগে ওঠে সমুদ্র সকাল,
সমুদ্র সারস ফেনা প্রবালের দ্বীপ ঘিরে ভাসে।
যে রকম আমাদের গাঢ় শব্দাভাসে
যেমন কবিতা আসে—যে রকম—
হঠাৎ কখনো ঝরে করুণার মতন বরষা।

তবু

কবিতায় গাঢ় ঘুমে গন্ধে ছবি ছিঁড়ে
বাঁধ ভেঙে ছুটে যেতে বাধা, সমস্ত চাকার চলা
ছত্রাকার চক্রাকারে ফিরে লাল নীলে
চাপ চাপ রক্তে গাঢ় বেদনায় সিপিয়ার ধোঁয়া
খান খান হয়ে যায় শব্দ গন্ধ কবিতার
রিখিয়া ডিগ্রিয়া

অদ্ভুত ফরাসীস প্রসাধনী সুগন্ধিত বাতাসে বহতা
আধা মিনিস্কার্ট পরা ব্রুনেট মেয়েরা হেসে
তীব্র ছুটে ভীড়ে যায় জেট-ধোঁয়া হয়ে
জুগার্ডেন ভেঙে ছুটে জেব্রা দৌড় গরাদে পালকে
একাকার উল্লুক বেবুন আর ফ্রেজান্ট পাখীরা,

নস্যি হয়ে যায় সিংহ বাঘের শরীর চ্যাপ্টা
বেসনে তেলেতে ভেজে ডপকা ফুলুরি
সমস্ত শেয়াল নীল রং মেখে গিয়ে বসে
নীল শেয়াল বারে

সাইত্রিশ এটুড আর শোপ্যাঁর লহরী মিশে
একাকার ছত্রাকার সিক্নীর ফোঁৎ সিম্ফনী
আর মাতালের 'হ্যাৎ তেরী শালা' আর
লক্ষ টি. এন. টির বম্ মেগাটনে যেন
ঠোঙা ফাটারও আওয়াজ নেই. তবু
স্খলিত লালায় শালা কবিতা ছাপছে।

এই হাত

এই হাত রক্তে ভরা দ্যাখো,
বন্দুক দ্যাখো ধোঁয়াচ্ছে,
এইমাত্র আমি খতম করে আসছি কালোবাজারকে
শান ছুরিতে ফাঁশিয়ে পুরো অন্ধকারকে
এ আমার সত্যাগ্রহ উল্টে হত্যাগ্রহ, হল্ট

সমস্ত ক্যাডেট উঠে দাঁড়াও, অ্যাটেনশান

এই হাত আনন্দে ভরা দ্যাখো
এই হাত হার্মোনিয়মে
এইমাত্র আমি ভোগের পরমান্ন রেঁধেছি প্রভুর
এই হাতে কলম তুলি সমান চলেছে
মান ভাঙাতে গান সেধেছি সারা সকাল।

পাঁচ তারিখে

আমি অকস্মাৎ পাঁচ তারিখে মরে যাব ভেবে
এই পশ্চিমের বারান্দায় ঝুঁকে আছি দ্যাখো,

দূর বনে খটাখট কুড়ুল চলছে, চিতার কাঠ
ফুল ফুটবে শেষ মালাটার জন্যে, আমি কিভাবে শোবো
ভাবতে ভাবতে ডানপাশ বাঁপাশ
ওপর নীচ
ব্রিজ নদী খুব চাপা ঘুঘু ডাকলে খোলা আকাশ,
মোষের রং মেঘ, কবিতা ও আমার
মায়ের কথা
ভাবতে ভাবতে এখন পশ্চিমের বারান্দায়
অকস্মাৎ পাঁচ তারিখে মরে যাব ভেবে...।

আমি আসাল কাঁটা দিয়ে হারানো দিন সুর আর
সুখগুলোকে তুলতে তুলেছি মরণ,
পাঁচ তারিখে তাই অতএব কথা রইল সবান্ধবে
না না বালাই ষাট
একলা এই পশ্চিমের বারান্দায় ঝুঁকে থাকবো দেখো।

সুপ্রতিম যায় বেরিয়ে

আমরা সব ঠাশা মানুষ মনিকা, হ্যালো—
—কে ? সুপ্রতিম তো এইমাত্র বেরিয়ে গ্যালো
কি বললে, হবেনা, হয়নি, হলো না,
এক জীবন ধাক্কায় এমন কি একটু টোলও না ?

ও যে দেওয়াল, মাথা খুঁড়লে দেওয়ালের আর কি
দেওয়ালের ওপাশে প্রভু তাঁর খেয়ালেই আর কি
দরজা বন্ধ, সর্বক্ষণ ঝুলছে তালা
আমি কিন্তু শালা শেষ পর্যন্ত দেখব
প্রভু কানা কি কালা
বুক মুখ ঢুকিয়ে তালার গর্তে
ওলোটপালট ঘুরে দেখব খোলো-
কি না খোলো
দেখব প্রভুর প্রকৃত রূপ ও বয়স কত হলো ।

তা না হলে এভাবেই এ্যাপ্লিকেশ্যন করতে করতে
মুরুব্বি ধরতে ধরতে……

আমরা সব ফাঁপা মানুষ মনিকা, হ্যালো
—কে সুপ্রতিম ?…তো এইমাত্র বেরিয়ে গ্যালো ।

ব্যাণ্ড মাষ্টার

আমি অংক কষতে পারি ম্যাজিক
লুকিয়ে চক ও ডাস্টার
কেননা ভারী ধুরন্ধুমার ট্রাম্পেট বাদক ব্যাণ্ড মাস্টার,

তখন প্রোগ্রাম হয়নি শুরু — সারা টেম্পল নাম্নী ক্যাবারিনা
তখন এম্নি বসে ডায়াসের কোণে;

আমি ড্রামে কাঠি দেওয়ামাত্র ওর শরীর ওঠে দুলে,
ড্রিরি — ড্রাঁও ষ্ট্রোকেতে দেখি বন্যা জাগে চুলে,

তিন নম্বর ষ্ট্রোকের সংগে নিতম্বেতে ঢেউ
চার নম্বর ষ্ট্রোকেতে ঝঞ্ঝা ওঠে গাউনের ফ্রীলে,
নম্বর পাঁচে শরীর আলগা, বুকের বাঁধন ঢিলে,
আমি তখন ড্রাম বাজিয়ে নাচাই ওকে
মারি এবং বাঁচাই ওকে,
ড্রামের কাঠির ষ্ট্রোকে ষ্ট্রোকে
যেন গালাই, এবং ঢালাই করি
শক্ত ধাতু নরম করার কাস্টার,
কেননা ভারী ধন্ধুমার ট্রাম্পেট বাদক ব্যাণ্ড মাস্টার।
আবার বাজাই যখন স্যাক্সো চেলো
ক্যাবারিনার এলোমেলো
ডিভাইস এ বন্দ্ব এলো

আমারী বাঁশীর সুরের সুতোয়
দেহের ফুলে মালা
ট্রা রালা লি রালা লা
ঠিক চাবি হাতে দেখি খুলে যায় তালা।

করণিক

কিছুই আসলে করতে পারিনা আমরা
খোলা ছাড়িয়ে কাঁচকলাটাও এমন কি
হ'ল না যে সেদ্ধ,
এবং সেই বধ্য লোকটাও দেখ ঘুরছে
কলাটা দেখিয়ে।
ভালো লাগে না ঢাকা কেবিনে দু মিনিটের প্রেম,
কাছে আসতেও ভালো লাগে না দূরে যাওয়ার মতো,
হাত পা ছেড়ে তাই আজকাল দপ্তরে দপ্তর থাকি
ফাইলে ফাইল,—
এক আধ মাইল লাফ না দিয়ে চুপটি বেড়াল
টাইপ রাইটার লাল রিসিভার তুমিও আছো
আম্মোও তো আছি,
হিসেব কষার মেশিনও আছে, প্রস্রাবেরও বেসিন।

কম্পোজিশন

মাঝে মাঝে রঙীন উষ্ণীষ মেঘ ঝুঁকে পড়ে পাহাড়ের চূড়ার ওপরে
মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নায় কুয়াশায় মাখামাখি চাদর চাপিয়ে
হ্রদে মাঠে মেশামেশি বনের শিয়রে

কোথায় গভীর পাখী ডেকে ওঠে, বুকের কোটরে খুঁজি,
খুঁজেও পাইনা।
কোনো গান উঠে এসে গলে যায় গলার ভেতরে
যেমন কবিতা রঙ অদ্ভুত ভাবে মেশে ছবিতে অক্ষরে,—

আমি কোথায় কখন যাব, পাবো দেখা কিংবা পাবোনা
এই কথা ভেবে ভুল ঝরে যায় সমস্ত পাতায় তাই সে সময়
জেগে ভেসে ওঠে ছবি গান কথা একাকার
একাকার হ্রদে মাঠে মেশামেশি বনের শিয়রে।

তখন

যতোই কেননা সুগন্ধি সকলের ব্যবহার করুন
আমি জানি মেয়েদের গন্ধ ঠিক পেঁয়াজেরই মতো
ঈষৎ আঁশটে আর
ঠিক পেঁয়াজেরই মতো যেন ছাড়াতে ছাড়াতে
খোশা শেষ নেই,

কোনো কোনো সময়ে রক্তের মধ্যে গুরগুর শব্দ হয়
তখন সমস্ত ঘড়ির মধ্যে টান-টান স্প্রিং ও ব্যালান্স
সার্কাসের এরিনায় মাদী বাঘ গর্জনে লাফিয়ে পড়ে
রিং মাস্টরের ওপর, তখন—

যখন পিচকিরি দিয়ে কাঁদা ভাঁড়টাকে দেখে
হেসে আকুল হন মহিলারা

তখন আমার যেন সাত হাজার ঘোড়া নিয়ে
লাফাতে ইচ্ছে করে
ভয়ংকর খাদে।

একুশ

মা কি ডাকছে ?

লাল আলোর সিগন্যালটা ডাউন
তারপরে আপ
আইঃ .... ব্বাপ
ঘচাং করে ঘ্যাচ
তারপরে প্যাচ্‌প্যাচ্‌ রক্তে হড়্‌কে
চলে গেল বাহান্নটা কামরা ।

আরে ইয়ার —
ফন্দর্া ফাঁই জীবনখানা অল ক্লিয়ার
মুচকি হাসলুম দেখে নিজেরই মুণ্ড
স্থির রেল লাইনে —
কেননা হাতির শুণ্ড, কিংবা
টিকটিকির লেজ নয় যে তিড়িং লাফাবে ।

ভারী বায়বীয় আরাম একখানা যাকে বলে
তিন তুড়িতে ফাঁকি দিয়ে পাওনা কাবলী
রক্তে যৌন ধিকি ধিকি
কোর্ট পেয়াদা কোন শাঃ ধরবে ধরুক দিকি
তবু মুখটা দেখে মনে হল ওর কি মনে পড়ে যাচ্ছে
মায়ের কথা ?
রান্নাঘর কুটনো বাটনা
দিদির বাড়ী যাওয়ার কথা ছিলো পাটনায়,
মা কি ডাকছে ?

সময়ানুপাতিক

একটু যেন দ্রুত কেটে যাচ্ছে সময়, ঘণ্টা মিনিট
প্রত্যেকটি দিনও ডেফিনিট, ঘড়ি একটু ফাস্ট
তবুও লাস্ট ট্রেনে বাড়ি ফিরতে বুকের মধ্যে কাঁপে
ভয়ে না সন্তাপে, অভিমান গাঢ় হয় কিংবা নড়ে
প্রত্যেক শিকড়ে, এই বেঁচে থাকা আগাপাস্তলা,

বেঁচে থাকা ? হাঃ হাঃ এভারে কি বাইচ্যা থাকা কয় ?
এবং বিস্ময় সব ক্রমশঃ ক্ষয়িত তবু চাঁদ, তারা, ফুল
আভাসে আমূল কিছু কথা বলে যায় কানে কানে
এবং প্রাণের প্রাণ নিঃশ্বাস নেয় আজো বুকে তাই,

কোন বুক ? বুক না বাটার জুতো বাক্সই হে হে, তবু
টেরিলিনে ট্যারাটিঁয়াঁ ছোকরাও টিপ টপ
"ট্যাপ" থেকে "পপ" তক শুধু ভাঙে, ভাঙ্গা খেলা
এই বেলা ছেড়ে যাবে ? আমাদের জার্সি পাল্টানো
জরুরী কি, তা নাহলে দর্শকেরা ভূগোল পল্টাবে ?

প্রেমিকার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত কবিতা

তুমি সেই লাল ডিভানেতে শুয়ে বুঝলেনা
আমিতো তৃষ্ণার্ত হরিণ হয়ে নামতাম জলে
তুমি খেতে চাইলে, নিজের মিটুলী খুবলে—
—রাখতাম তোমার ঠোঁটের সামনে,
তোমার জন্যে রেসের ঘোড়া হয়ে বাজি মারতাম প্রত্যহ
তোমার একটি চুম্বনের জন্য শাহেন শাহ হয়ে
পাঁচ লক্ষ দিনার কিংবা
উপযুক্ত পাছায় গুনে ঠিক পাঁচ লাথি,
তুমি কিছু বুঝলেনা
অর্থহীন হলুদ সাবমেরিন হয়ে চলে গেলে
ঝোলাগুড় নিয়ে মরিশাসে
আমি মরি হতাশ্বাসে, তুমি......
তুমি কিছু বুঝলেনা—বোবা কালা
বেডপ্যান তুমি
তুমি ভাঙা বাথরুমে ঝকঝকে মুতের বেসিন।

কে শিকারী ?

একটি বুলেট শব্দে চিন চিন করে ওঠে বুকের ডানপাশ,
বুকের মধ্যে কিছু মোচড়ানো, একটা—নিঃশ্বাস
তারপর কিছু নেই, তারপর আকাশের মেঘে মেঘ
রোদে রোদ
নীল

তারপর ঘুরপাক খায় শুধু চিল,
নিচে অনেক নিচে আমার ভাঙ্গা শরীর
—ঝোপের পাশে ওই লাল টুপি তাতে শাদা পালক,
কে ও-, ও কি হত্যাকারী, না রাখাল বালক ?
আর কেই বা আমি—কে আমি
যে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো দিনযামী ? কিংবা
যে আজ সকাল সাতটায়

সামনা সামনি টক্কর নিতে গিয়ে, বুলেট, শব্দ ধোঁয়া—
তারপর—
তারপর কিছু নেই, তারপর আকাশের মেঘে মেঘ
রোদে রোদ
নীল

তারপর ঘুরপাক খায় শুধু চিল,
বুঝতে পারছি'না কে হত্যাকারী
ও, না আমি, আমি না ও, কে শিকারী ?

মণিকা বিষয়ক

বুনোঘোড়াদের সঙ্গে চাঁদে রাত্রে গলে মিশে একাকার
পায়ের তলায় ডাঙা অষ্ট্রেলীয় সিয়েনা প্রান্তর
অথচ সমস্ত রাত শুয়ে আছি মণিকার পাশে
যেমন গাধার সামনে গোলাপের মতো
অথচ মণিকা পাশে, তবু যেন মণিকা বিহীন
তবু দুজনেই সেই দেহে পাওডার পমেটম
মাখিয়েছি কতোবার
কতোবার বোয়িং এর তীব্র ছুটে যেতে গিয়ে
বাধসাধে কাঁটাতার
যেন সেণ্ট্রির হেলমেটে ধাক্কা খেয়ে নীল মাছি
শুয়ে আছি মণিকার পাশে
টকাটক শব্দ শুনি সাংবাদিক টেলিপ্রিণ্টারে
নিম্নাঙ্গ দোলাই সুখ, চুইং গাম চিবোনো

অথচ তিস্তার বাঁধ ভেঙে যায় স্রোতে
এবং প্রবল ধ্বসে কার্সিয়ঙ অবরুদ্ধ হল।

কলকাতা বিষয়ক ১

কলকাতা তুমি রক্তের গভীরে রাখো জ্বালা
কলকাতা তুমি নতুন বৌ এর দুহাত জড়ানো মালা,
কলকাতা তুমি দালীর ঘড়ি সে
কিংবা বিরাট তালা
ভুল চাবি ভুল গর্ত্তে ঢুকিয়ে নিত্যই ঘষাঘষি
কলকাতা তুমি বাজারে বিকোও
গলার ফাঁশেরো রশি ।

মধ্যরাত্রি ১

শহর শাসন করি মধ্যরাত্রে একজন,—
মধ্যরাত্রে একজন উড়োই পায়রা
তিন তুড়িতে ঋতুমতী হয়ে যায় বাঁজা
মধ্যরাত্রে, শাসনে প্রমত্ত ঘুরি রাজা
প্রত্যেকটা খোজাকে করি পুরুষ,

শহর শাসন করি একজন মধ্যরাত্রে

এসো 'এস্সো' পাম্প থেকে এসো মোটর বাসেরা
রাণওয়ে টপকে এসো জেট বোয়িং পাখি
শ্মশান চিতার থেকে উঠে এসো আধপোড়া সতী
আজ রাত্রে এইখানে মহোৎসব হবে।

কলকাতা বিষয়ক ২

কলকাতা তোর বাজারে বিকোয় রক্তগোলাপ আর রজনীগন্ধা
যা মড়ার কিংবা বিয়ের খাট সাজাবার জন্য অথবা দেখা যায় মৃত কোন
মহারথীর ছবির ফ্রেমের ওপর দোদুল্যমান—অথচ সেদিন
শ্মশানযাত্রীর কাঁধের খাটে দোদুল্যমান জীবনান্দের মুখমাথা দেখে
মনে হয়েছিল ফুল নয়, পাখির পালক চেয়েছিলেন মালার জন্য
অথচ সন্ধ্যায় জগন্নাথঘাটের গাঁজার পর বাঁজা সন্তানকামী
মেয়েছেলের মতো আমি
ফুল ভেবেছিলাম আমি লুডিক্রাশ ফুল।
হর্ষকাম আর ধর্ষকাম মন্দির মঠ আর স্কাইস্ক্রেপারের পাশে
মাঠকোঠা
হে শহর তোমার রূপ দেখে আমি বউয়ের জন্য লুপের কথা ভাবছি
তোমার রূপ দেখে অজীর্ণতা সেরে যায় আমার
আমি রং তুলি কিনতে লাহার দোকানের পথ ভুলে
পাশের রাস্তায় ঢুকে দেখেছি রবারের কি চালাও কারবার
এমন কি সদ্য পাম্পখাওয়া বেলুন ফুলিয়ে ঘোরে মেয়েরা
খসে আসে হিন্দী ছবির পোস্টার থেকে যা আমাকে ভয়ংকর
ক্রুদ্ধ করে
আমি থুতু ফেলতে ফেলতে কেঁদে ফেলি কেননা ফাটকাবাজারে
আমার সাহিত্যের শেয়ারের দাম সবচেয়ে পড়তি আমি হেসে উঠি
তৎক্ষণাৎ কেননা সাঁইত্রিশ মুখন্য অধ্যাপক
সাঁইত্রিশ ছাত্রীর হিংস্র হাঙ্গরময় পকপ্রণালীর কথা ভাবছে
আকাশও এমন কি ক্রমে ক্রমে পেল্ হয়ে আসছে রে ব্যাটা
কলকাতা
জণ্ডিস মূত্রের মতো হলদেটে কুষ্ঠরোগকে তুই মহৎ শিল্পীকৃত
ফ্রেস্কো বলে চালাস ?
ফুল মিউট লুডিক্রাশ।

মধ্যরাত্রি ২

মধ্যরাত্রে ঠনঠন করে ওঠে করোটি ও খুলি

মধ্যরাত্রে শিথিল স্নায়ুর থেকে আয়ুগুলি
ঝরে পড়ে অন্ধকারে তন্দ্রার মতন, মধ্যরাত্রে
অখিল অনন্ত দিয়ে ওই চাঁদ আসে
মৃদু হিম ঝরে পড়া এ অঘ্রাণ মাসে

বয়স্কের পাশে শিশু মধ্যরাত্রে বড়ো
হয়ে যায় অকস্মাৎ প্রত্যেকটা সীমানা,
ঝুল বারান্দার থেকে লাফানো আলোর
থেকে সুতো টেনে সুতো ছিঁড়ে ছুট
একমুঠো গুলি হাতে পুরমুঠ পুরমুঠ

মধ্যরাত্রে, মধ্যরাত্রে বধ্য হবো ভেবে
গঙ্গার ঘাটে মাঠে জেঠির তলায়
অজস্র ভোমরার মতো সুর গুনগুনিয়ে
হাঁটু মুড়ে গাঢ় আর গভীর গলায়

মন্দ্র সুর কবিতা কি আলোড়িত বান
কবিতা কি প্রকৃতির গাঢ় অভিমান
কবিতা কি বুনে তোলা ধান ? নাকি মধ্যরাত্রে !
মধ্যরাত্রে এসব প্রশ্ন শোনো কখনো করবেনা ।

আত্মায় ট্রিগারে হাত

আজ আত্মায় ট্রিগারে হাত
সুতরাং চাঁদমারী—
তোমার গোল চক্কর চোখ বন্ধ করো
আজ একলব্যের নিরলস তপস্যা সিদ্ধ
আজ কাড়াক্ পিণ্ড বুলস্ আঁই বিদ্ধ করে
উড়ে যাবে প্রত্যেকটা নিরিখ
আজ আত্মায় ট্রিগারে হাত, আজকের তারিখ
মনে রেখো।

আমি বাঘ

আপনাদের পোষা বেড়াল বাচ্ছাদের সংগে বাড়তে বাড়তে
মিউ মিউ ডাকের মধ্যে গর্জন করে উঠেছি
হলুদ শরীরে ক্রমশঃ স্পষ্ট কালো রেখাগুলোই বলে দিচ্ছে
তুমি বেড়াল নও, তুমি বাঘ,
ট্রাপিজ ও ক্লাউনদের খেলা শেষে জাল ঢাকা এরেনায়
আমি আমার অসম্ভব রাগ ও রোয়াব নিয়ে গর্জন করবো,
আর তোমার চাবুক ও শক এ
নিয়ন্ত্রিত খেলা দেখাব
তোমাকেই শুধু মানবো রিং মাস্টার।

ইদানীং

শনিবার দুপুরের নাম সুখ, রবিবার ছুটি
এভাবেই একটি দুটি করে দিন মাস বছর যায়
অফিসে ব্যারোমিটার উঁচু, ঝাঁ চকচকে অফিস
তাকিয়ে থাকবার মতো লাবণীর স্টেনো
বাড়িতে বৌ
দরজায় চেনে আটকানো ঘৌ ঘৌ, ম্যাস্টিফ
তুমি সুখ বলতে ক'রকম টেরিলিন জানো,
ছায়া ঘনালে বড়ো পুকুর যেন আমার
সুখী বিড়ালীর মতো—
বৌ এর দুচোখে
তাই ইদানীং আমি আর চিজ খাচ্ছিনা
এবং ইদানীং লক্ষ্য করছি ভোরের বেলা দাড়ি কামাতে
লক্ষ্য করছি বারে বারেই রেজার খানা পিছলে যাচ্ছে
সেফটি থেকে।

শিকার

তড়াক লাফে ডাগড়া সম্বর ঝোপঝাড় পার
বাঘের হুংকার, মখমল গায়ে মাখনের মত ঢেউ
ভাঙছে জ্বলে উঠেছে সবুজ দুচোখ, দড়াম্ দড়াম্
কাড়াক্-পিঙ হুইশ চাঁচা বুলেট শব্দ
আবার হুংকার, তারপর নির্জন স্যাংকচুয়ারী

টানা ফিতের মত রাস্তায় উড়ছে জীপ, বন্দুক
মদের বোতল ঝাঁকি খাচ্ছে বন্দুকের নল
তামাকরঙা গোঁফ চুমরে নিয়ে বাদামীচোখে
খদ্যোত, যেন শিকারী তোমার, বাঘ ও সম্বর
একই সঙ্গে শিকার সারা খাদ্য এবং খাদক—।

সেইখানেই তো

এইখানেই তো সেইখানেই তো
যেখানে প্রেম ও প্রতিষ্ঠান চেটে পুটে খাচ্ছে
যার আশেপাশে সম ও সহাবস্থান
ওপর নিচ ডাইনে বাঁয়ে
সন্ত্রাস লুকিয়ে আছে সোফায় ছারপোকার মতো
তাকিয়ায় লুকানো আছে বিপ্লব বারুদ ও বোম,
দুদিন পরে মাড়োয়ারীতে তাও বলবে জিনিষগুলোর।

সেইখানেই তো আড়াল ভেবে আমি একটু
ছুরির ডগায় দোলাতে চাই নগ্ন পাছা
একি ম্যাজিক নাকি উরুগুয়ে গোছের নাচ একটা।
আমি বলবো এই সময়ে, এইখানেই তো
সাফ সুতরো বের করো যার যা কিছু আছে,
কারণ কেবল খাপের ওপর বাঁট দেখিয়ে
মাঠ জিতেছে অনেক রাজা
এবার একটু উদোম হয়ে যার যা কিছু
দাও দেখিয়ে।

আমি তো

আমি তো বাদাম ভেঙে আমন্ল দর্শনে যেতে চাই
গভীর তলার থেকে মুক্তো তোলার মতো
গেঁথে উপহার দিতে চাই তোমাদের।
প্রকৃত নির্দেশ তো আমারই কণ্ঠে প্রেক্ষণ
করবেন প্রভু
মরুভূমির আকাশে আমিই তো সেই তারা
আহা তোমার ঠোঁটে প্রেমিক চুম্বুর আবেশ
বিশল্যকরণী আনতে আমিই তো সেই হনুমান মশায়
মহাবীর অশোক কাননে যে কিনা চ্যুত মুকুলের মতো
বিনয়ে, প্রভুর বিরহ প্রেম ব্যথা শুনিয়েছিল সীতাকে
তবুও বিশ্বাস করোনি তোমরা, ভ্রমরকে ভেবেছ গুবরে
অথচ খেয়েছো আঙুর ভেবে লাল ত্যালাকুচো
আমি ক্রুদ্ধ বজরংবলী আমি দমকলের
দমবন্ধ করে দেবো লেজের আগুনে।

গতি সম্পর্কিত কবিতা

সবেরই ছোট সংস্করণ হয় হে
যেমন বেঁচে থাকা এবং যেমন মরণ,
সবেরই অবতংশে আছে মৌল কিছু ব্যাপার।
যাকে বাড়াও বাড়ে এবং কমে
কোন কিছু সংকোচনে দারুণ জমে, যেমন
দেড় ঘণ্টার বউ-বেশ্যার সময়টাকে বাড়িয়ে দিলেই
পুজো পাবে অনন্তকাল সতী

এই ভাবেই তো কর্ম থেকে ধর্মে আসে মতি

এই ভাবেই তো গরুর গাড়ীর গতি বাড়ালেই
মোটর

আবার মোটর থেকে মাটি ছাড়ালেই প্লেন
আরো গতি বাড়ালে জন প্লেন, পারে
অভিকর্ষের বাইরে চলে যেতে।

কবিতা বোঝার আগে

এক উজ্জ্বল সকালে আজ দাড়ি কামাতে, অন্যমনস্ক,—
রেডিওয় তখন কি জানি কার বেহালা বাজছিল
হাতের ক্ষুরকে কোনো সময়ে বেহালার ছড় ভাবলে
রক্তের কাঁপন, লোনা স্বাদ, তারপর খেয়াল নেই
চৈতন্যবিহীন আমি কোন সময়ে পৌঁছে গেছি
ওষুধ গন্ধ, নার্সের ফিটফাট নড়াচড়া, এই
হস্পিটালে—।

একশিশি ঘুমের বড়ির দিকে তাকাতে আমার
গঁদের আঠার মত গাঢ় ঘুম, মশারীর ফোকর দিয়ে
রাত গলেনা এমন অনেক নীচের থেকে দু চারটে
শ্বাসে অক্সিজেন টানার কথা, সতেরোটা বড়ির
পরেও মনে পড়ে যায় এই প্রাণ, এই প্রাণধন···,
সাত সতেরো এসব কি আর পড়বেন মশায়রা এই
রবিড লাইনগুলো, আপাততঃ চুপচাপ
কিছু না বলে বসে থাকার মানে কবিতা বোঝার আগে

একবার নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখুন···ঠিক পড়ছে কিনা।

গোলাপ আমাকে দাও

আমরা হে স্খলনে উন্নয়নে ও শোধনে পরাৎপর
পরেস্পর সিঁড়ি ভেঙে সেই ক্যাডমিয়াম লালে মাখা
যাদু পর্বতোপরী, আমার দৃষ্টিতে বিস্তার
অনন্ত চক্রবাক চক্ষু দিয়ে চক্রবাল দেখে নিই,
যেমন প্রেতাত্মারা পারেন একাএক দৃশ্যের সার
সারফেসে সাজাতে
পারেন প্রেতাত্মারা শব্দ গন্ধ রং গুলে - রঙেরই মতন
যেন আত্মচ্ছেদী আরোপে আরোপ যেন ফ্রেস্কো
যেন রঞ্জন, কবিতা হে
শোনো নক্ষত্র বিলাসময়ী অরুন্ধতী তারা তুমি শোনো
সেই মতো সাজাবার সর্ত বা অন্তহীন আকাংখাকে
বেঁধে নিয়ে বসবাস
কতো পাংক্তেয় কতো রাজসিক, কতো রোমান্টিক নিক্কনকে
অনুক্ষণ ধরে রাখা প্রিয়—কেননা স্মরনীয় সমস্তই
মরনীয়, অপার অনন্দে মেশা সব নেশা বমনীয়
কেননা ক্যালাইডোস্কোপ ঘুরে যায় ফর্মান্তরে
অপার কুহক লালও অবশেষে অবসন্ন
অন্তিম ধুসরে,
তাই বাদাম পাহাড়ে ওড়া দীর্ঘশ্বাস, চাঁদে গলে যাওয়া
ফিরে পাবেনা সে বাল্যকাল স্বয়ং শতধা

অনন্তর দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে আমরা হে
ছুটন্ত হরিণ
অনন্তর উদ্বিগ্নতা শারীরিক স্বাস্থ্য নিয়ে বিব্রত
শ্রান্তি স্বেদে কামে, তাই মনস্বীরা অবলুপ্ত
হয়ে থাকে মৌল বিষাদে

তবু আমি তুষারমৌলি, আমি শীর্ষে শীত প্রশান্ত
সাঁঝ সবের সম্যক সফেদ আমি ঈশ্বরের পুত্র প্রডিগ্যাল কথা বলি,.
একা হিম নৈঃশব্দের লক্ষ ক্রোর দূরান্তের পথে ভেসে
নিরুদ্দেশে সেই কবে মর্ত্তের মাটিতে জন্মেছি

ঈশ্বরের সন্তান

যেহেতু যৌবনে পিতার সঙ্গে সামান্য কলহ হিংসা
রেষারেষি সুরু হয়, কেননা যৌবনকালে বেড়ে যায়
আত্মার পালিশ ও পরিধি যেন নায়ক হে সম্রাট
তাই খড়ভুঁই জ্বলে উঠেছে

সবুজবন এত অহঙ্কৃত

আমি নির্বাসিত, আকাশে আভাষে আমি
একা হিম অন্ধকার দয়া করো তুমি অরুন্ধতী,
অনির্বেদ মহিমা তুমি কোথা পাবে কেন্দুবিল্বে

গাঢ় জয়দেব

পাটলীপুত্রের দিকে পাটল বর্ণের মেঘ উড়ে যায়
স্মরণে ও মেঘে এত হৈমন্তিক হলুদ বেদনা।

গীর্জায় মন্দিরে ঘণ্টা, আজানের মোল্লাজান
কেউ কি নিবিষ্ট "ওথ" পড়ে থাকে নিজের মরণে?
পরবর্ত্তি চক্রবর্ত্তি সামারসল্ট খেয়ে থাকে

মারাত্মক নীচে

এত জাল টানা থাকলে ছোঁয়া যায়না

এ্যারেনার যোনি

বাঘে ও ক্লাউনে এত গাঢ় ভাব, মোটর বাইকে
অনুক্ষণ চক্রদৌড়, কুঁয়া বেয়ে উঠবার

প্রথম পর্য্যায় থেকে

হড়কানো সুরু বুক দুরু

হে সায়ং সূর্য তুমি কতোনা দেখেছো
দেখেছো সে অনির্বেদ প্রশান্ত মহিমা কিংবা
দূর বিলীন মেঘস্তর ভেদ করে
দেখতে পাওনি, একাধিক সে সংবর্ত সময় তুমি সূর্য
রৌদ্র দিয়ে আমাদের হে
উদ্গত করেছো,
ভারী সরল আমরা সে সব কিছু জেনেছি হে
বেদও পুরাণ থেকে সেই সব—
সেই সব নিয়ম ধর্ম আর গুণাগুণ স্বাদ মাখা
সমস্ত কিছুর
সেই সীমাহীন পরিসীমা বিন্দু কিংবা রেখা।

অতঃপর সমস্ত সন্তাপ কালো ঝুল মনে গলে নিয়ে
এমাস বয়সে রক্তে চড়া রঙে খামার ঝলকায়
তাই খড় ভুঁই জ্বলে উঠেছে সবুজ বন এত অহঙ্কৃত,

আমরা হে সমুদ্রের ধার থেকে প্রত্যন্তে পাহাড়ে আমরা
সাঁতার ও শীকারে ভারী পারঙ্গম, যুদ্ধ ও অন্যবিধ
সামুদ্রিক অভিযান শেষে শামুকের মতো
গুটিয়ে নিয়েছি পরাস্পর মদে ও মাৎসর্যে
ধর্ম ও মন্দির গেঁথেছি আমরা, জয়স্তম্ভ বেদ ও পুরাণে পাঠ
নিয়েছি সায়াহ্নে
ছেনী ও তুলিকায় ফুটিয়েছি ফুল, আমরা
মাদলে ও নাকাড়ায় নেচেছি পরস্পর শরীরের গভীর মুদ্রায়
বৃহৎ ভোজের জন্য শীকারের মৃগ ঝলসেছি
ফের সেচ ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রেখে
আমরা মাঠে ক্ষেতে ও খামারে ভরে তুলেছি ফসল

মোটামুটি বাঁচবার আঙ্গিক রপ্ত করে আমরা অতঃপর
রপ্তানী করেছি মাল মশল্লা ও মসলিন
মৃগনাভির কদর বুঝেছি আমরা
এবং কাব্য ও গাথা — মালা গাঁথার জন্যে
আমরা হরণ করে এনেছি ভিনদেশী রাজকন্যে।

সংসপ্তকের বিভিন্ন তান ও তালমাত্রা কানাড়া বেহাগে
সপ্তদশ শতকের নৌমানচিত্র ও হাল, আমাদের
দূরযাত্রার কবিতেতিহাস বলে দেবে
যন্ত্রাদি ও জ্যোতির্বিদ্যার হদিস জেনে নিয়ে
মাঠে ও মহল্লায় আমরা বসিয়েছি জলসত্র
যুদ্ধকে একটা অদ্ভুত শাসনের মতো মেনে নিয়ে
কমিয়ে ছিলাম যথার্থ্যই আমাদের জনসংখ্যা।

কয়েকটি জন্মে আমি ইত্যাদি ইত্যাদি জেনে দেখে
তৎপরে তৎপর হয়ে শানে শান দিয়ে দিয়ে
তরবারকে রূপান্তরিত করেছি কলমে আমি
বেদ পুরাণের থেকে পাটে পাট
পাঠ নিয়ে ক্রমশঃ উন্নীত হয়ে কবি আমি অতঃপর
সক্ষম সরলতা মাখা যেন নির্বিকল্প ধূপ
নিজেকে পুড়িয়ে আর চাঁদের চন্দনে মেখে
নিজেকে উৎসর্গ করি গাথা ও কবিতায়

এখন তো বিশ শতকের ষাট দশক
নু্য ক্রিয়র এজ — এজ্রা পাউণ্ড যখন
নিজের শেষ "ওথ" পড়েন, যখন ঠাণ্ডা কাঁপা গলায়
পিক্যাশোও দিখি রং গুলছেন প্লেটে,
যখন গুলজার আড্ডা ভিয়াভেনেত্তায়, যখন
মার কাটারি ব্যবসা করছেন মোরাভিয়া — যখন
লা নত্তে দেখে আমি স্তব্ধ ভাবছি কি করতে হবে
দেখছি সাতটা মাধ্যম হাতের গোড়ায় হাজির,
যেমন মুভি ক্যামেরা, কম্পটর এ্যাজেনা লুনা রকেট
ভাবতে পারো ক্ষমতা থাকলে কি করতে পারি
কবিতাকে আমি নিয়ে যেতে পারি কোথায় ?
টি এন টি তে ওড়াতে পারি কেমন,—যেমন—
মাঠ নিড়িয়ে চষে কষে মই লাগিয়ে ফের,—
তাই
বাগান, তোমার গোলাপটা দাও বটন হোলে লাগাই।